Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ ২য় ও পারিবারিক আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান,
সিনিয়র সহকারী **জজ ও জজ,** পারিবারিক আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম।।

সোমবার the ২৫ day of জুলাই **, ২০২২**

পারিবারিক মোকদ্দমা নং ১৩ / ২০২১

খালেদা আক্তার গং ০৩ জন — Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

মোঃ মানিক প্রঃ আলাউদ্দিন মানিক — Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ১৮/০৭/২০২২

In presence of

জনাব মোহাম্মদ আনসার আলী **Advocate for Plaintiff/ petitioner**

জনাব মোঃ এরশাদুল ইসলাম **Advocate for Defendant/ Opposite party**

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা দেনমোহর ও ভরণপোষণের প্রার্থনায় আনীত একটি পারিবারিক মোকদ্দমা।

বাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

বাদী ও বিবাদীর মধ্যে গত ইং ০৮/০৭/২০১১ খ্রিঃ তারিখে ২,৫০,০০০/- টাকা দেনমোহর ধার্যে রেজিস্ট্রিকৃত নিকাহ্নামামূলে বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহের আসরে নগদ ৫০,০০০/- টাকার দেনমোহর পরিশোধ করা হয়। অবশিষ্ট ২,০০,০০০/- টাকার মধ্যে ১,২৫,০০০/- টাকা তলবী দেনমোহর এবং ৭৫,০০০/- টাকা বিলম্বিত দেনমোহর হিসাবে ধার্য হয়। অতঃপর বাদী ও বিবাদী একত্রে দাম্পত্য জীবন যাপন করতে থাকেন। এভাবে সংসার করা অবস্থায় তাদের সংসারে এক পুত্র মোঃ আবদুর রহমান (১০) ও এক কন্যা আদিবা সুলতানা মাইশা (৪) জন্ম গ্রহন করে। বিগত ০৫/০১/২০২০ ইং তারিখে ৫ লক্ষ টাকা

যৌতুকের দাবিতে বিবাদী মারপিট করে বাদিনীকে বাড়ি হতে বের করে দেয়। পরবর্তীতে বাদিনী তার পিতার বাড়িতে আশ্রয় নেয়। অতপর বিবাদী গত ১০/০২/২০২১ ইং তারিখে বিবাদী বাদিনীকে তালাক প্রদান করে। বিবাদী বাদিনী ও তার সন্তানেরদেরকে ০৫/০১/২০২০ ইং তারিখ হতে কোন ভরনপোষন না দেওয়ায় বাদিনী তার বকেয়া মোহরানা এবং তার ও সন্তানদের ভরনপোষনের দাবিতে অত্র মোকদ্দমা আনয়ন করেন।

অন্যদিকে, বাদীপক্ষের মোকদ্দমাকে অস্বীকার পূর্বক বিবাদী লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

বিবাহের পর থেকে ১ নং বাদিনী ও বিবাদীর মধ্যে পারিবারিক বিষয়াদি নিয়ে ঝগড়া বিবাদ হতে থাকে। ১ নং বাদিনী বিবাদ কে পিতা-মাতা হতে পৃথক হয়ে আলাদাভাবে বসবাসের জন্য চাপ দেয়। বাদিনীর অনৈতিক চলাফেরা ও ঝগড়াটে মনোভাবের কারনে ১০/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখে বিবাদী বাদিনীকে তালাক প্রদান করে। বাদিনী আরজিতে যেসকল দাবি দাওয়া করেছে সবই মিথ্যা। বাদিনীর মামলা হয়রানীমূলক ও মিথ্যা। উক্ত প্রেক্ষিতে বাদীপক্ষের মোকদ্দমার খারিজাদেশ প্রার্থনা করা হয়েছে।

বিচার্য বিষয় সমূহ :

১) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না ?
২) বাদীপক্ষ প্রার্থিতমতে মোহরানা ও ভরণপোষণের ডিক্রি পেতে হকদার কি না ?
৩) বাদীপক্ষ প্রার্থীত মতে প্রতিকার পেতে পারে কি না ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :

বাদীপক্ষ মোট ০১ (এক) জন সাক্ষীকে আদালতে পরীক্ষিত করিয়েছেন। যথা : খালেদা আক্তার (P.W.1)

অন্যদিকে, বিবাদীপক্ষ বাদীর দাবিকৃত বকেয়া দেনমোহর প্রদানে ইচ্ছা পোষন করিয়া এবং আদালত নির্ধারিত ভরনপোষন প্রদানে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া তার মামলা প্রমানের নিমিত্তে কোন সাক্ষী কে আদালতে পরীক্ষা করাননি।

বিচার্য বিষয় নম্বর ২ : বাদীপক্ষ প্রার্থিতমতে মোহরানা ও ভরণপোষণের ডিক্রি পেতে হকদার কি না ?

উভয়পক্ষের মোকদ্দমা পর্যালোচনায় আমার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, বাদী ও বিবাদীর মধ্যকার বিবাহে ২,৫০,০০০/- টাকার দেনমোহর ধার্য হয় তা স্বীকৃত। ৫০,০০০/- টাকা স্বর্নালঙ্কার বাবদ পরিশোধ করা হয়। অবশিষ্ট ২,০০,০০/- টাকার দেনমোহর বকেয়া থাকে। তার মধ্যে ১,২৫,০০০/- টাকা তলবী দেনমোহর এবং ৭৫,০০০/- টাকা বিলম্বিত দেনমোহর হিসাবে ধার্য করা হয়। কাবিননামার সত্যায়িত প্রতিলিপি (প্রদর্শনী-১) পর্যালোচনায় এ বিষয়ের সত্যতা প্রতীয়মান হয়। কাবিননামায় উল্লিখিত

৫০,০০০/- টাকা ব্যতিরেকে আর কোন দেনমোহর বিবাদী পরিশোধ করেননি। বিবাদী যে বাদিনী কে ১০/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখে তালাক প্রদান করেছেন তা উভয়পক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত। সুতরাং বাদিনী তার বকেয়া সমস্ত দেনমোহর পাবার হকদার।

বাদিনীর আরজি ও জবানবন্দি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে বিগত ০৫/০১/২০২০ ইং তারিখ হতে বাদিনী তার বাবার বাড়িতে অবস্থান করছেন। আবার বাদিনী ১০/০২/২০২১ ইং তারিখে বিবাদী তাকে তালাক প্রদান করেছেন মর্মে স্বীকার করেছেন। বাদীনি তার বকেয়া ও ইদ্দতকালীন ভরনপোষন বাবদ তাহার জন্য মাসিক ৫০০০/- টাকা হারে ভরণপোষণ দাবি করেছেন। বিবাদীর আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় মাসিক ভরনপোষন বাবদ বাদিনীর জন্য ৪০০০/- টাকা নির্ধারন অযথার্থ হবে না মর্মে আমি মনে করি। যেহেতু বিবাদী গত ইং ১০/০২/২০২১ তারিখে বাদীকে তালাক প্রদান করেছেন সুতরাং তৎকাল থেকে ০৩ মাস পরে অর্থাৎ গত ইং ১০/০৫/২০২১ তারিখে তালাক কার্যকর হয়েছিল মর্মে সিদ্ধান্ত করা হলো। তালাক কার্যকরের পর থেকে ০৩ মাস পর্যন্ত বাদী ইদ্দতকালীন ভরণপোষণ পেতে হকদার। অর্থাৎ বাদীনি গত ইং ১০/০২/২০২১ থেকে ১০/০৮/২০২১ তারিখ পর্যন্ত বা ০৬ মাসের জন্য মাসিক ৩০০০/- টাকা হারে ভরণপোষণ পেতে অধিকারী মর্মে সিদ্ধান্ত করা হলো। যার পরিমাণ ১৮,০০০/- টাকা।

বাদীপক্ষ নাবালক পুত্র ২ নং বাদী ও জন্য মাসিক ৪০০০/- টাকা হারে এবং নাবালিকা কন্যাসন্তান ৩ নং বাদীর জন্য মাসিক ৪০০০/- টাকা হারে ভরণপোষণ দাবি করেছেন। বর্তমান আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় মাসিক ভরণপোষণের হার ২ নং বাদীর জন্য ৩০০০/- টাকা এবং ৩ নং বাদী কন্যা সন্তানের জন্য ৩০০০/- টাকা নির্ধারণ করা অযথার্থ হবে না মর্মে আমি বিবেচনা করি। সেই মোতাবেক মাসিক ৩০০০/- টাকা হারে গত ০৫/০১/২০২০ ইং তারিখ থেকে অদ্য ২৫/০৭/২০২২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মোট ৩০ মাস ২০ দিবসের জন্য ২ নং বাদীর প্রাপ্য বকেয়া ভরণপোষণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯২,০০০/- টাকা। অন্যদিকে, গত ০৫/০১/২০২০ ইং তারিখ থেকে ২৫/০৭/২০২২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মোট ৩০ মাস ২০ দিবসের জন্য ৩০০০/- টাকা হারে ৩ নং বাদী কন্যাসন্তানের ভরণপোষণের পরিমাণ আরও ৯২,০০০/- টাকা।

বিচার্য বিষয় নম্বর ৩ : বাদীপক্ষ প্রার্থীত প্রতিকার পেতে পারে কি না ? + বিচার্য বিষয় নম্বর ১ঃ অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলে কি না ?

উপরিউক্ত সাক্ষ্যপ্রমান ও আলোচনার প্রেক্ষীতে প্রতীয়মান হয় যে ১ নং বাদিনী ও বিবাদীর মধ্যে তালাকের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ায় বাদিনী কাবিননামায় ধার্যকৃত বকেয়া সম্পূর্ন দেনমোহর বাবদ ২,০০,০০০/- টাকা পাবার হকদার মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হলো। এছাড়া বকেয়া ভরনপোষন বাবদ বাদিনী গত ০৫/০১/২০২০ খ্রিঃ তারিখ হতে তালাক প্রদানের তারিখ অর্থাত ১০/০২/২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত মোট ১৩ মাস ০৫ দিবসের জন্য মাসিক ৪০০০/- টাকা করে ৫২,৬৬৬/- টাকা বকেয়া ভরনপোষন বাবদ

এবং তালাক প্রদানের তারিখ থেকে ইদ্দতকাল সময় পর্যন্ত মোট ০৬ মাসের জন্য মাসিক ৩০০০/- টাকা হারে ১৮,০০০/- টাকা বকেয়া ভরনপোষন হিসাবে পাবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হলো।

অপরদিকে, ২ নং বাদী ও ৩ নং বাদী প্রত্যেকে বকেয়া ভরনপোষন বাবদ ৯২,০০০/- টাকা করে পাপ্য হবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হলো। সুতরাং আদালত নির্ধারিত মতে বাদীপক্ষ তার প্রার্থীতমতে আংশিক প্রতিকার পেতে হকদার মর্মে প্রতিভাত হয়। অতএব বিচার্য বিষয়দ্বয় বাদীপক্ষের অনুকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

ভরণপোষণ ও দেনমোহরের প্রার্থনায় আনীত অত্র পারিবারিক মোকদ্দমা বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে দোতরফাসূত্রে বিনাখরচায় আংশিক ডিক্রি হলো। এতদ্বারা ১ নং বাদীনি কে তাহার পাওনা বকেয়া দেনমোহর বাবদ = ২,০০,০০০/- টাকা এবং তাহার বকেয়া ও ইদ্দতকালীন ভরনপোষন বাবদ ৭০,৬৬৬/- টাকা সর্বমোট **(২,০০,০০০ + ৭০,৬৬৬)= ২,৭০,৬৬৬/-** টাকার ডিক্রি প্রদান করা হলো।

এতদ্বারা আরও আদেশ হয় যে, পুত্র সন্তান মোঃ আবদুর রহমান ইমতিহাম কে **৯২,০০০/- টাকা** এবং কন্যা সন্তান আবিদা সুলতানা (মাইশা) কে **৯২,০০০/- টাকার** বকেয়া ভরণপোষণের ডিক্রি প্রদান করা হলো। অধিকন্তু পুত্র সন্তান সাবালক না হওয়া পর্যন্ত এবং কন্যাসন্তান বিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকে আগষ্ট ২০২২ ইং মাস হতে প্রতি ইংরেজি মাসের জন্য মাসিক **৩০০০/- (তিন হাজার)** টাকা হারে ভরণপোষণ প্রাপ্ত হবে।

অদ্য হতে আগামী ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে ডিক্রিকৃত সাকুল্য **(২,৭০,৬৬৬ + ৯২,০০০ + ৯২,০০০) = ৪,৫৪,৬৬৬/- (চার লক্ষ চুয়ান্ন হাজার ছয়শত ছেষট্টি)** টাকা বাদী বরাবর প্রদান করার জন্য বিবাদী কে নির্দেশ দেওয়া গেল। ব্যর্থতায় বাদীপক্ষ আদালতযোগে বিবাদীর খরচায় আইনানুযায়ী ডিক্রিকৃত অর্থ আদায় করে নিতে পারবে।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী **জজ ও**
জজ,
পারিবারিক আদালত, পটিয়া,
চট্টগ্রাম।।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী **জজ ও**
জজ,
পারিবারিক আদালত, পটিয়া,
চট্টগ্রাম।।